আমাদের খাদ্যাভ্যাস, পৃথিবীর সর্বনাশ

গৌতমকুমার পাল
ক্রিপ্টোলজি অ্যান্ড সিকিউরিটি রিসার্চ ইউনিট

কথায় আছে আপ রুচি খানা। অর্থাৎ, যে যার নিজের পছন্দ অনুযায়ী খান। বাস্তবিক, কী খাব, কী খাব না, তা প্রত্যেকের নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু, যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতা মানেই রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ নিজের মর্জিমতো রাস্তায় মাঝখানে বসে পড়ে ট্রাফিক চলাচল বিঘ্নিত করা নয়, বা নিজে সিগারেট খেতে গিয়ে অন্যেকে পরোক্ষ ধূমপান (passive smoking) করানো নয়, ঠিক সেরকম, নিজের খুশিমতো খেতে গিয়ে যদি সারা পৃথিবীর মানুষজন এবং পরিবেশের ক্ষতি করি, সেটাও মেনে নেওয়া যায় না। প্রথমে শুনলে একটু ধন্দ লাগে বৈকি; নিজের মর্জিমতো খেয়ে নিজের শরীরের বা মনের ক্ষতি হতেই পারে – তার দায়িত্ব যে যার নিজের; কিন্তু অন্যদের ক্ষতি? পরিবেশের ক্ষতি? – এ নিশ্চয় গাঁজাখুরি ব্যাপার! কিন্তু, সত্যি – বাস্তব কখনো কখনো কাহিনীর চেয়েও বিস্ময়কর, এবং করুণ।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রত্যেক বছর ৩৬ বিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড জাতীয় "গ্রিন-হাউস গ্যাস" উৎপন্ন হয়। বিশ্বব্যাঙ্কের মুখ্য পরিবেশ উপদেষ্টা গুডল্যান্ড এবং অ্যানহাং ২০০৯ সালে হিসেব কষে দেখান যে এই বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত গ্যাসের ৫১ শতাংশ আসে পশুমাংস-বাণিজ্য (meat industry) থেকে । অর্থাৎ, সারা পৃথিবীর সমস্ত কল-কারখানা এবং যান-বাহন মিলিয়েও এত বায়ুদূষণ হয় না, যা হয় আমাদের মাংসের চাহিদা থেকে। এবং, এই বায়ুদূষণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি (global warming) এবং ভূপৃষ্ঠের জলস্তর বৃদ্ধি (sea-level increase)।

পশুমাংস-বাণিজ্যের প্রভাবে পৃথিবীর ঘনবর্ষণ বনাঞ্চল (rain-forest) ক্রম-হ্রাসমান। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের (United Nations Economic and Social Council, ECOSOC) সহযোগী গ্রিন-পিস (Greenpeace) সংস্থার হিসেব অনুযায়ী, ১৯৮৫ সালে পশুমাংস-বাণিজ্যের জন্য পৃথিবীর ঘনবর্ষণ বনাঞ্চল ধ্বংসের পরিমাণ ছিল ২৬ শতাংশ। ২০১০ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬ শতাংশ। এই হারে চলতে থাকলে ২০২০ সালে ৬৭ শতাংশ ঘনবর্ষণ বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে। এতে কৃষিযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যেমন ব্যাহত হবে, বিশ্বের তাপমাত্রা এবং আবহাওয়ারও ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটবে, যার কিছুটা প্রমাণ আমরা এখনি হাতে-নাতে পাচ্ছি।

কিংস কলেজ, লন্ডনের অধ্যাপক জন অ্যালান (২০০৮-এ স্টকহোম ওয়াটার প্রাইজ-প্রাপ্ত) হিসেব কষে দেখিয়েছেন – এক পাউন্ড মাংস উৎপন্ন করার সম্পুর্ণ প্রক্রিয়াটির মধ্যে গড়ে ২৪০০ গ্যালন জল ব্যবহৃত হয়, আর সমপরিমাণ গম করার সম্পুর্ণ প্রক্রিয়াটির মধ্যে গড়ে মাত্র ২৫ গ্যালন। এ তো গেল জল সম্পদ অপচয়ের কথা। জলদূষণের পিছনেও রয়েছে খাদ্যের ভূমিকা। অরিগন স্টেট ইউনিভার্সিটির কৃষিবিদ্যার অধ্যাপক পিটার চিক-এর হিসেব অনুযায়ী শুধুমাত্র আমেরিকাতেই পশু-চাষের (বানিজ্যিক মাংস উৎপাদন) জন্য প্রতি সেকেন্ডে ৮৯০০০ পাউন্ড অপরিশোধিত বর্জ্য (untreated waste) তৈরি হয়, যা বিপুল পরিমাণে জল এবং মাটি দূষণ ঘটায়।

চাষযোগ্য জমির ব্যবহারের দিক থেকেও নিরামিষ খাদ্য বেশি উপযোগী। আমেরিকার কৃষিমন্ত্রকের (United States Department of Agriculture, USDA) হিসেব অনুযায়ী এক একর জমিতে গড়ে ৪০০০০ পাউন্ড টমেটো উৎপন্ন হয়, অথবা ৫৩০০০ পাউন্ড আলু উৎপন্ন হয়, অথবা ১৩৭ পাউন্ড গোমাংস উৎপন্ন হয়।

সারা পৃথিবীতে উৎপন্ন শস্য-দানার প্রায় ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ খরচ হয় পশু-চাষের খাদ্য হিসেবে। ২০১৩ সালে ইউনিভারসিটি অফ মিনেসোটার ইন্সিটিউট অন দি এনভিরনমেন্ট-এর তথ্য অনুযায়ী পশু-চাষের খাদ্য হিসেবে এই শস্য-দানা ব্যবহৃত না হয়ে যদি সরাসরি মানুষের পেটে যেত, তাহলে পৃথিবীতে আরো ৪ বিলিয়ন লোক খেতে পেত, যেখানে বর্তমান পৃথিবীতে অনাহারে মৃতপ্রায় লোকের সংখ্যা প্রায় ৯২৫ মিলিয়ন। অর্থাৎ, আমাদের আমিষ খাদ্যাভ্যাস পরোক্ষভাবে পৃথিবীতে বুভুক্ষু মানুষের অস্তিত্বের জন্য দায়ী।

সারা পৃথিবীতে এক বছরে প্রায় ৬০ বিলিয়ন পশুকে হত্যা করা হয় মানুষের খাদ্যের জন্য। অরিগন স্টেট ইউনিভার্সিটির উদ্ভিদ-বিদ্যার অধ্যাপিকা প্যাট্রিসিয়া মুর গণনা করে বলেছেন (২০১২) যে বাণিজ্যিক পশুমাংস আর কৃষিজাত উদ্ভিদ থেকে সমপরিমাণ ক্যালরি আহরণ করতে গেলে, পশুমাংসের ক্ষেত্রে প্রায় ৫ গুণ বেশি গাছপালা হত্যা করতে হয়। এই বিচারে উদ্ভিদ-প্রেমী মানুষদেরও উদ্ভিদ-ভোজী হওয়া উচিত (“Love plants: eat them” – Mark Reinhardt)।

২০০৬ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য এবং কৃষি বিষয়ক সংস্থা (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) থেকে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট (“Livestock’s Long Shadow”) পশুমাংস-বাণিজ্যের সুদূর-প্রসারী কুপ্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। ২০১০ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচীর (United Nations Environment Programme, UNEP) রিপোর্ট অনুযায়ী, দূষণ এবং আবহাওয়ার বিপজ্জনক পরিবর্তনের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে সারা বিশ্বের মানুষের উচিত সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার গ্রহণের পথে অগ্রসর হওয়া।

প্রশ্ন উঠতে পারে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের এহেন আবেদনের পরেও বিভিন্ন দেশের সরকার

পশুমাংস-বাণিজ্য নিসিদ্ধ ঘোষণা করতে পারছে না কেন? উত্তরটি খুব সহজ – কারণ এই বাণিজ্য থেকে প্রত্যেকটি দেশের সরকারেরই প্রচুর রাজস্ব (revenue) আসে। "ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর" থেকে আমরা "ধূমপান মৃত্যুর কারণ"-এ উন্নীত হয়েছি, কিন্তু তাই বলে সিগারেট কোম্পানি-গুলো কিন্তু নিষিদ্ধ হয়ে যায়নি। তাছাড়া শুধু আইন প্রনয়ন করলেই হয় না, মানুষের চেতনার পরিবর্তন না ঘটলে কোনও আইন কোনও কিছু নিষিদ্ধ করতে পারে না। বিভিন্ন দিক দিয়ে ইতিহাস তার সাক্ষী।

মানুষ নিজেকে সর্বক্ষমতাবান ভাবতে গিয়ে ভুলে গেছে যে বিরাট ক্ষমতার সঙ্গে আসে বিরাট দায়িত্ব ("With great power comes great responsibility" – Voltaire)। পৃথিবীকে প্রকৃতি-বিরুদ্ধভাবে ভোগ করতে গিয়ে মানুষ আজ কালীদাসের মতো যে গাছের ডালে বসে আছে, সেই গাছের ডালটিই কাটতে উদ্যত। নিজেদের জন্য না হোক, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে আমাদের নিজেদের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে হয়ত একটু সচেতন হওয়া উচিত।